৯ই জানুয়ারী ২০১২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্কুল ও কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার জন্য আদালতের রুল

স্কুল এবং কলেজে ভর্তির জন্য অতিরিক্ত ফি এবং ডোনেশনের নামে অভিভাবকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় এবং এর জন্য স্কুল এবং কলেজে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শাস্তি প্রদানের ব্যর্থতা কেন অসাংবিধানিক ও শিক্ষার সুযোগের অধিকারের লংঘন বলে ঘোষণা করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে আদালত। আজ ৯ ই জানুয়ারী ২০০৯ বিচারপতি মোঃ শামসুদ্দীন মানিক চৌধুরী এবং বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এ রুল জারী করেন।

আদালত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেন ডোনেশনের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ঘটনাটিতে তাৎক্ষণিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এবং স্কুল পরিদর্শকগণ কেন ফির নির্দিষ্ট হার সম্পর্কে কোন পরিদর্শন করেন নি ও সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি এবং কেন অভিভাবকদের থেকে নেয়া অতিরিক্ত অর্থ ফেরৎ দেয়া হবে না তা জানোনর জন্য।

আদালত শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে তিন মাসের মধ্যে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন সহ নীতিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ভর্তি ফি সম্পর্কিত সরকারী নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিক ব্যর্থতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) আজ সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে রীট আবেদন দায়ের করেন।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেশব্যাপী স্কুল কলেজগুলোতে অতিরিক্ত ভর্তি ফি (৮,০০০/- টাকা থেকে ৩২,০০০/- টাকা পর্যন্ত) আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এ রীট আবেদনটি করা হয়। মামলার বিবাদীগণ হলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সকল শিক্ষা বোর্ডসমূহ।

এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে শিশু অধিকার সনদসহ বিভিন্ন আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই। এটা যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আমরা তা রাষ্ট্রকে মনে করিয়ে দিতে চাই। এই ভর্তি বাণিজ্যের কারণে সমাজের একটি অংশ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আমরা এর নিরসন চেয়েছি।

মামলাটির আইনজীবী আশরাফুল হাদী বলেন, আমরা ১৪-১২-২০০৯ তারিখে সরকার যে নীতিমালা করেছে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে চাই। এই ভর্তি বাণিজ্যে যারা অতিরিক্ত ফি দিতে পারছে না তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এটা মানুষের মৌলিক অধিকার ও সাংবিধানেক অধিকারের লংঘন।

গণসাক্ষরতা অভিযান এবং ব্লাস্টের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার আশরাফুল হাদী। রাষ্ট্র পক্ষে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল আলতাফ হোসেন।

যোগোযোগের জন্য

- রাশেদা কে চৌধুরী , গণসাক্ষরতা অভিযান, rasheda@campebd.org, ০১৭১১৫৬৮৬১৭
- এনামুল হক, এডুকেশন ওয়াচ, enam@campebd.org
- আশরাফুল হাদী, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ০১৯১১৩৬৬৯১৯, ahadi@khossain.com
- মাহবুবা আক্তার, ব্লাস্ট, ০১১৯১৩৬৫০০১, mahbuba@blast.org.bd